সংবাদ

তারিখ ২1 AUG 2017
১৬ কলাম ৪

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ নিয়োগ

চার্জশিটভুক্ত ৩ কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড না করে কেন পদোন্নতি

উপাচার্যের কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন আদালত

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে ৩৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ৩ কর্মকর্তার জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। সেই সঙ্গে দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট দাখিলের পরেও কেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারসহ ৪ কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা হয়নি কেনই বা তাদের পদোন্নতি দেয়া হলো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে উপাচার্যের কাছে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল রংপুরের বিশেষ জজ নরেশ চন্দ্র সরকার এ আদেশ প্রদান করেন। আগামী ৪ অক্টোবর মামলায় অভিযোগ গঠনের দিন ধার্য করেছেন আদালত।

অন্যদিকে কারাগারে আটক রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়া ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার শাজাহান আলী মণ্ডলের জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট। তাদের আইনজীবী আবদুল হক প্রামানিক অ্যাডভোকেট গতকাল আদালতে জানান হাইকোর্ট তাদের জামিন মঞ্জুর করেছেন।

এর আগে কারাগারে আটক রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জলিল মিয়া ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার শাহাজাহান আলী মণ্ডলকে আদালতে হাজির করা হয়। অন্যদিকে মামলার অন্য ৩ আসামি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপরিচালক প্লানিং গোলাম ফিরোজ, সহকারী রেজিস্ট্রার মোরশেদ আলম রনি ও সহকারী পরিচালক খন্দকার আশরাফুল আলম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। পরে ১টায় মামলার শুনানি হবে বলে আদালত নির্দেশ দেন। পরে দুপুর ১টায় আদালতে আত্মসসমর্পণকারী ৩ কর্মকর্তার পক্ষে জামিনের আবেদন করেন সিনিয়র আইনজীবী আবদুর রশীদ চৌধুরী ও আবদুল হক প্রামানিক। তারা আদালতকে রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়ে এই চার্জশিটে তার নাম দিয়েছে। মামলার এজাহারে তাদের কোন নাম উল্লেখ ছিল না। তারা বলেন,"আসামিরা যথারীতি নিয়ম কানুন মেনে চাকরির জন্য আবেদন করেছিল এবং যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পেয়েছে। তারা প্রতি মাসে বেতন নিয়েছে। তারা কোন সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেনি। শুধু তাই নয় দীর্ঘ ৯ বছর ধরে তারা সুনামের সঙ্গে চাকরি করে আসছে। এ জন্য তাদের প্রত্যেককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। বর্তমান উপাচার্য তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি দিয়েছেন। তারা মামলায় চার্জশিট হওয়ার পরেই পদোন্নতি পেয়েছে। নিয়মিত চাকরি করে আসছে তারা।

এ সময় আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানতে চান সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক তাদের নামে দুদক আইনে মামলা হয়েছে সেই মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তারপরেও কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। তাদের সাসপেন্ড করা উচিত ছিল। তার পরেও মামলায় চার্জশিট হওয়ার পরেও কিভাবে তাদের পদোন্নতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সিন্ডিকেট। আদালত এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উপাচার্য সিন্ডিকেটের জরুরি সভা আহ্বান করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারত কেন নিল না তা চানতে চেয়ে আদালত উপাচার্যের কাছে জবাব চাইবে বলে প্রকাশ্য আদালত বিচারক জানান। আদালত আরও জানায়, আরেক আসামি সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার শাহাজাহান আলী মণ্ডল এক মাস ধরে কারাগারে আটক আছে তার পরেও কেন কোন ব্যবস্থা নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়?

আদালত আত্মসমর্পণকারী ৩ আসামিসহ ৪ আসামির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুনানি শেষে আদালত আত্মসমর্পণকারী ৩ কর্মকর্তার জামিন মঞ্জুর করে আগামী ৪ অক্টোবর মামলার অভিযোগ গঠনের দিন ধার্য করেন। এ সময় আদালত আবারও বলেন, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে চাকরি কিভাবে দেয়া যাবে তা উল্লেখ করা থাকলেও অপরাধ করলে কি শাস্তি হবে তা বলা নেই ফলে যে আইনটি করা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ বলে জানান। সেই সঙ্গে মামলার রেকর্ডে যা আছে, আইন যা বলেছে সেভাবেই তিনি বিচার করবেন এতে কেউ কিছু মনে করলে করতে পারেন বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী বিশেষ পিপি অ্যাডভোকেট শিরিন জানান, আদালত প্রকাশ্যই বলেছেন অনেক কথা তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা চাইবেন বলেছেন। আদালত তা চাইতেই পারেন বলে জানান তিনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর